সমকাল

বেগম রোকেয়া ও শিক্ষা কার্যক্রমে নারীর সমমর্যাদা

দিবস | নূরুননবী শান্ত
গল্পকার

'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক'– নারীমুক্তি সম্পর্কে এ ধরনের চরম বাণী রোকেয়া উচ্চারণ করেছেন তখন, যখন পশ্চিমে একই ধরনের কথা বলে পুরুষতন্ত্রের রোষানলে পড়েছেন বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী। তার মানে এই যে, বিশ্বের নানাপ্রান্তে প্রায় একই সময়ে মানবতার মুক্তিপ্রত্যাশীরা পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে জীবনযাপন করার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারণ করেছেন। তবে এশিয়ায় রোকেয়াই নারীর সমঅধিকার ধারণার প্রবক্তা।

১৮৮০ থেকে ১৯৩২– রোকেয়ার জীবৎকালের এই সময় থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা। ইতিমধ্যে তার সময়ের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসান তো হয়েছেই, এমনকি বাংলাদেশ নামের একটি আলাদা রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে স্বকীয়তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আজকের বাংলাদেশেও পুরুষতন্ত্রের রূপ এতটাই প্রগলভ হয়ে আছে যে, মনে হয় যেন আমরা রোকেয়ার সময়ের থেকেও পিছিয়ে গেছি!

'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া' তোলার বন্দোবস্ত বর্তমান বাংলাদেশে নেহায়েত কম নয়। আমাদের নারীশিক্ষা কার্যক্রম দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই, গোটা বিশ্বেই আলোচিত। রোকেয়ার 'পদ্মরাগ'-এর সিদ্দিকা 'সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে' বলতে পেরেছিলেন এবং সিদ্দিকা রোকেয়ার এই মনোভাবেরই যেন প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন যে, 'যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।' আজকের নারীরা প্রায় পুরো রাষ্ট্রীয় খরচে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষালাভ করছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপ্রসারমান আমাদের নারীদের উচ্চশিক্ষার পথ। কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ স্পষ্ট দৃশ্যমান। নিজেদের অন্ন-বস্ত্র নিজেরাই তারা অর্জন করতে শুরু করেছেন। কিন্তু এতসব মহৎ অর্জন সত্ত্বেও পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের কতখানি উন্নতি হয়েছে সে এক প্রশ্ন বটে।

রোকেয়া নারীর স্বাধীনতা বলতে 'পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা' বুঝিয়েছেন। কেন 'পুরুষের ন্যায়' উন্নত অবস্থা? তিনিই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, 'আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেত কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা দিব?' আজও পর্যন্ত পুরুষের অবস্থাই বিশ্বজগতে 'উন্নতির আদর্শ' বিবেচিত। তবে শিক্ষা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হওয়া, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকা, নারী-পুরুষের উপার্জনের ব্যবধান কমতে থাকা ইত্যাদি উন্নতির ভেতরে রোকেয়ার আসল চিন্তা, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। রোকেয়া তো কেবল উপার্জনের সাম্য চাননি। শুধু শিক্ষা ও উপার্জনের সাম্য নারীর সমমর্যাদা নিশ্চিত করে না। পুরুষ, এমনকি পুরুষতন্ত্রের অনুসারী নারীদের চর্চিত দৃষ্টিভঙ্গি লিঙ্গ নিরপেক্ষ না হলে নারীর অগ্রগতি অসম্পূর্ণ; সামাজিক, রাজনৈতিক সাম্যবর্জিত। লৈঙ্গিক ভিন্নতার ঊর্ধ্বে মানুষের মানসিক শক্তি বা জ্ঞানের বা বোধের শক্তির সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'একইসাথে সকলের' অগ্রগতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন রোকেয়া। তিনি পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে স্বভাবতই অস্বীকার করেছেন। তাই বলে নারীর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেননি। তিনি জানতেন, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, অধিকর্তা-অধীন ইত্যাদির ধারণা অবমাননাকর, অকল্যাণকর। তাই তিনি নারী-পুরুষের সম-অবস্থার গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পুরুষতন্ত্র সম্ভবত সম-অবস্থাকে ভয় পায়। তাই নারীর অগ্রগতির পথকে নানা উপায়ে রুদ্ধ করার জন্যই পুরুষতন্ত্রের শয়তানি আচরণ নানারূপে প্রকাশিত হয়। নারীদের প্রতি, শিশুদের প্রতি, বালিকাদের প্রতি যৌন হয়রানির সহিংসতা টিকিয়ে রাখা পুরুষতন্ত্রের সেরকমই একটি শয়তানি আচরণ। কারণ রোকেয়ার পরামর্শ অনুসারে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটলেও, এমন কোনো শিক্ষা আমরা দিতে পারছি না, যা সব মানুষকে নারীর ভূমিকার প্রতি, ব্যক্তি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।

'কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া' তোলার বন্দোবস্ত বর্তমান বাংলাদেশে নেহায়েত কম নয়। আমাদের নারীশিক্ষা কার্যক্রম দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই, গোটা বিশ্বেই আলোচিত। রোকেয়ার 'পদ্মরাগ'-এর সিদ্দিকা 'সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে' বলতে পেরেছিলেন এবং সিদ্দিকা রোকেয়ার এই মনোভাবেরই যেন প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন

এখনও আমাদের পুরুষরা, এমনকি নারীরাও নারীকে শরীর হিসেবেই দেখে। বালক, পুরুষ সবাই নারীর শরীরের দিকে চোখ রেখে পুরুষতন্ত্রের প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে নারীরা, বালিকারা নিজেদের শরীর নিয়ে বিব্রত থাকে সর্বত্র। রাস্তাঘাটে টিজিংয়ের শিকার হতেই হয় তাদের। সম্প্রতি মোবাইলে বা ওয়েবক্যামে নারীদের ছবি তুলে সাইবার জগতে ছড়িয়ে দিয়ে অনেক তরুণ আদিম মস্তানির আনন্দ পাচ্ছে। বিব্রত ও বিপর্যস্ত নারীরা অভিযোগ করার জায়গা পাচ্ছেন না। লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ করাকেও নারীদের জন্য সামাজিক লজ্জার বিষয় করে রাখা হয়েছে। রোকেয়ার সময় যৌন হয়রানির রূপ এমন ভয়াবহ ছিল না। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন নারীদের অসম এবং নিম্ন অবস্থা ও অবস্থানের কারণগুলোর বিরুদ্ধে। আজকের বাংলাদেশে নারীরা আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির দিকে ধাবমান হওয়া সত্ত্বেও লৈঙ্গিক রাজনীতি নারীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে চায়। এরই অংশ হিসেবে যৌন হয়রানি নামক অস্ত্র ব্যবহৃত হয় প্রকাশ্যে। আমাদের কিশোরীদের স্কুলে যাওয়ার পথে ওত পেতে থাকে যৌন হয়রানির সন্ত্রাস। পুলিশ হেফাজতে ঘাপটি মেরে থাকে ধর্ষক। এমনকি পরিবারেও নিজের শরীরকে নিয়ে বিব্রত থাকে কিশোরীরা এবং এর জন্য দায়ী করা হয় পোশাকের ধরন ও চালচলন দিয়ে পুরুষকে প্রলুব্ধ করার প্রথাগত ধারণাকে। এই মতবাদ রোকেয়ার সময়েও ছিল। পুরুষতন্ত্রের চাপে পড়ে তিনিও লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, '...রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিংবা বোরকার দরকার হয়।' কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নারীদের দৃষ্টিবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথা সমাজের মনেও আসেনি। পিতৃতন্ত্রের সব চোখ নারীর শরীরের দিকে কামের ও ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকায়। ফলে নারী যৌন হয়রানির আক্রমণে পড়ে। পুরুষের যৌন হয়রানিমূলক আচরণ পুরুষের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে আজও ব্যাখ্যা করে আমাদের সমাজ। অথচ সামাজিকভাবে নারীদের এমন আচরণই প্রত্যাশিত, যেগুলো তার প্রতি পুরুষকে সহিংস করে তুলবে না। যৌন হয়রানিকারী কিশোর বা তরুণের অভিভাবক এ অপরাধকে যৌবনের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবেই গণ্য করে। অথচ যৌন হয়রানির শিকার একটি মেয়ের পোশাককেই সে পরিস্থিতির জন্য দায়ী করতে পারা যায় অনায়াসে। মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্টের কাছে এ বছর জুন থেকে আগস্ট– শুধু এই তিন মাসে কেবল খুলনা সদরেরই ৩০৬টি যৌন হয়রানির ঘটনার অভিযোগ আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণ বা শারীরিকভাবে হয়রানির শিকার না হলে অভিযোগ করাই সম্ভব হয় না। গায়ে হাত দেওয়া, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা অশ্লীল কথার শিকার হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ হাজির করা অসম্ভব হয়। ধর্ষণ প্রমাণ করার জন্য যেসব প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় তার প্রায় সবই নারীর জন্য অমর্যাদার ও বিপর্যয়কর। প্রমাণিত যৌন হয়রানির অপরাধের যে শাস্তি, তাকে মৃদু বা অতি মৃদুই বলতে হয়।

পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ছাড়া যৌন হয়রানির মতো বর্বরতম অপরাধ নির্মূল কঠিন। তবে আইন ও আইন প্রয়োগের কঠোরতা সমাজে বিরাজমান। এই নিন্দনীয় অপরাধপ্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে পারে নিশ্চয়। নারীর নিরাপত্তাবোধ, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলতা প্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষা অর্জন বা উপার্জনে নারীর প্রবেশের মতো আপাত উন্নতি নিরর্থক। রোকেয়ার তত্ত্ব যদি আমরা সত্যিই সমষ্টির অগ্রগতির জন্য জরুরি মনে করি, তাহলে রোকেয়ার ভাবাদর্শকে আমাদের ব্যক্তিতায়, সামাজিক জীবনাচারে সমন্বিত করে তুলতে হবে। সেজন্য চাই সঠিক শিক্ষা। নারী-পুরুষ উভয়েরই। তবে এই শিক্ষা কেবল স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে কার্যকর করা যাবে না। প্রচারমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সব শ্রেণীর সব বয়সী নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তারিত করতে হবে। তা না হলে নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ দূরে সরে যেতে থাকবে। রোকেয়ার স্বাভাবিক সাম্য সমাজের স্বপ্ন গ্রন্থে ও তাকে নিয়ে আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখলে আমাদের নারীদের প্রকৃত অগ্রগতি রচিত হবে না। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের কনটেন্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে নারীর সমমর্যাদা।